

গর্ব ও কলঙ্ক

আকাশ মালিক

ডঃ ইউনুসের উদ্দেশ্যে একজন জ্ঞানীর উক্তি- ‘গরীবের ঘরে চাঁদের আলো’ । আর সেই চাঁদের কলঙ্ক খুঁজে বের করতে হৈন্য হয়ে দৌড়াচ্ছে একদল জ্ঞান-পাপী। ডঃ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কারে যাদের গায়ে জ্বালাতন ধরলো, ডঃ তাজ হাশেমী তাদের অন্যতম। সেই জ্বালাতনের কারণ হিসেবে তারা যা বলছেন, তা কিন্তু আসল কারণ নয়। আমাদের চতুর্পাশে একটু নজর দিলেই আবিষ্কার করা যাবে, আসল কারণটা কি? ইসলামী পত্রিকাগুলো, যেমন ইনকিলাব, সংগ্রাম প্রতিবাদী কণ্ঠে বলছে- **গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ প্রজেক্টের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়।** এটা কোরআনের অর্থনীতির পরিভাষা। তাদেরকে তা মানতেই হয়। দেখুন ইনরটারনেটে ইসলামী ওয়েব-ম্যাগাজিনগুলো কেমন নিরব নিস্তব্ধ। নারীর ক্ষমতায়ন, ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তির অবসান, নারীর কর্তৃত্ব, সুদের ব্যবসা, এসব কোরআন বিরোধী কথা। **আল্লাহ ইচ্ছা করেই কিছু মানুষকে গরীব রাখেন আর কিছু মানুষকে ধনী করেন।** মানুষের মুখে ‘দারিদ্র-বিমোচন’ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কুফরী-কালাম। ইসলামে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি উভয়ই না-জায়েজ। ডঃ হাশেমী মাইক্রো-ক্রেডিট, গ্রামীণ ব্যাংক, ক্ষুদ্র-ঋণ বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছেন, ডু ইউ নো ডু ইউ নো বলে যে প্রশ্নগুলো করেছেন তার সবগুলোই মিথ্যা। তিনি প্রশ্ন করেছেন, সুদেশে ক্ষুদ্র-ঋণ নিয়ে যদি ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ থাকতো তাহলে মানুষ ইউরোপ আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে যাবে কেন? একজন ডক্টর ডিগ্রীদারী লোকের মুখে কি অদ্ভুত প্রশ্ন। তিনি মনে করেন গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ে এক্সেস ও মাস্টার ক্রেডিক কার্ড কোম্পানীগুলো নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী দুটো প্রক্ৰিয়া, দুটো সংস্থা। একটি মধ্যবিত্ত মানুষকে তাদের রক্ত শোষণ করে নিঃস গরীব বানায়, অপরটি পুঁজিহীন ভিখারীকে সুদবিহীন ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী বানায়। গ্রামীণ ব্যাংকের রিপোর্টটি দেখুন-

In late 2003, Grameen Bank embarked on a new program, exclusively targeted for the beggars in Bangladesh. Begging is chosen by many poor people in Bangladesh, as a result of river erosion, divorce, death of earning member in the family, unemployment or disability, and for many becomes a lifetime occupation. Beggars in Bangladesh are not reached by most of the poverty alleviation interventions and subsist on the margins of society. The Struggling (Beggar) Members Program is a new initiative taken by Grameen Bank to confront a sustained campaign that microcredit cannot be used by the people belonging to the lowest rung of poverty, as well as to reinforce the Bank's campaign that credit should be accepted as a human right.

The key features of this program are unique and bypass the rules and regulations that apply to the regular Grameen Bank members. The struggling members are not required to form any microcredit group. While they may be affiliated with a regular group, they are not obliged to attend the weekly meetings. The regular group members act as mentors to the struggling members, providing guidance and support to them. The bank treats its struggling members with the same respect and attention as

regular members and refrains from using the term "beggar" which is socially demeaning.

A typical loan to a beggar member amounts to Tk. 500 (US\$ 9.00). It is collateral-free and there is no interest charged on it. The repayment schedule is flexible, decided by the struggling member herself. The instalments are to be paid according to her convenience and earning capability, and must not be paid from money earned from begging.

The goal of the program is not only to economically empower but also to boost the morale and dignity of the beggars. They are given identity badges with the bank's logo as physical evidence of the bank's support behind them. For some of them Grameen Bank makes arrangements with local shops to give the members a credit line upto a given amount to pick-up whatever items they choose to take out to sell in the village. The bank provides guarantee to the shops that it will make payments in case of defaults. The struggling members sell items such as bread, candy, pickles, toys, and so on to supplement their begging.

The struggling members are welcome to save with Grameen Bank as they wish. They are covered by the loan insurance scheme under which their loans will be fully repaid by Grameen Bank in case of death. In addition, Tk. 500 will be provided from the bank's Emergency Fund to the bereaved family for meeting burial expenses.

The bank provides struggling members with blankets, woollen shawls, mosquito nets and umbrellas on credit to be repaid as interest free loans. Although there is no compulsion for the struggling members to give up begging, there are many cases of beggars who have given up begging and moved on to being business persons.

As of July, 2005, Tk. 31.11 million has been disbursed to 47,454 struggling members, of which Tk. 15.40 million has been repaid. 786 members have already quit begging. Grameen Bank expects the number of struggling members taking part in this program to exceed 50,000 by the end of 2005.

ক্রেডিক কার্ড কোম্পানীগুলোর মালিক পুজিবাদী রান্ধুসেরা, গ্রামীন ব্যাংকের মালিক নিঃস্ব গরীবেরা। ডঃ ইউনুস বলেন- Its ownership and control should remain in the hands of the very poor people it lends to. As soon as a borrower accumulates sufficient saving, she buys one (and only one) shares in the Bank, which costs \$3.

Today 92% of the Bank is owned by its borrowers. (Bangladeshi government owns the remaining 8% of the shares). The shareholder-borrowers elect 9 directors from their midst. (Another 3 directors are appointed by the Bangladeshi government).

Only the borrowers can buy shares in the bank.



The bank would lend only to the poorest of the poor among the rural landless.

The bank would remain women-focused. 94% of its customers are women.

These loans would be without collateral or security.

The borrower - and not the bank - would decide the business activity the loan will be utilised for.

The bank would help and support the borrower in succeeding.

The borrowers will pay as little or as much interest as required to keep the bank self-reliant (that is, not dependent on grants or donations).

Since formally becoming a bank in 1983, Grameen has given out nearly 16 million such tiny loans, and enjoys an unparalleled customer loyalty. The on-time loan repayments exceed 98%. Defaults (bad debts) are less than one-half of one per cent. This bank of the poor thus outperforms all other banks in Bangladesh and most banks around the world.



মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছেন, শুধু নারী কেন? গ্রামীণ ব্যাংক বলে- In defiance of the Bangladeshi banking system, which treats women as second class borrowers, the Grameen Bank wanted to establish a 50-50 ratio of women and men borrowers. The Bank soon discovered that the women are far more effective agents of change.



It was found that when an extra income comes into the household through the woman, children's diet, family's health and nutrition and the state of repair of the house receive the highest priority. Men, it was found, are more likely to spend some of their income on self-gratifying consumptions. It was also found that women are much better credit-risk than men and more responsible managers of meagre resources.



However, the most compelling reason to treat women as priority clients is the Grameen Bank's mandate itself: to

lend to the poorest first. Women represent the most marginalised group among the poorest of the poor.

In poor societies such as Bangladesh, where family laws are not well enforced, and traditions come before the law, the incidence of men abandoning their dependent wife and children is far too common. Economic empowerment of women has had a dramatic impact on the stabilising the family unit.

ডঃ ইউনুসের নোবেল পুরস্কারে বাম-পন্থীদের ঈর্ষার কারণ তারা সবচাতেই পুঁজিবাদের গন্ধ খুঁজে পান। তাজ হাশেমী সাহেবের কাছে জানতে ইচ্ছে করে, এ পর্যন্ত কয়জন নারী গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে পথে বসেছেন? মনের দুঃখটা ‘নোবেল শান্তি পুরস্কার’ কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে, দুঃখী মানুষের মুখের হাসি ম্লান করার কেন এই নিকৃষ্ট প্রচেষ্টা? পৃথিবী জুড়ে গরীবের আনন্দোল্লাস, সবলের পাতানো পতনের গহ্বর থেকে দুর্বলের উত্থান, একটি দেশের বিজয়ানন্দ, জাতির অহংকার, বিশ্বের দরবারে সু-দেশের উজ্জল ভাব-মূর্তি, হতভাগা নিঃস্বের সীমাহীন দুঃখের মাঝে একটু সুখের হাসি, তথাকথিত ইসলামিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের গায়ে সইলোনা। নোবেল পুরস্কারে মুফতি ফজলুল হক আমিনী তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে প্রকাশ্য জনসভায় বলে দিয়েছেন- **সুদের টাকায় ভাগ্য পরিবর্তন কোন মুসলমান মেনে নিতে পারে না।** আল্লাহর ওয়াস্তুে লিল্লা, জাকাতের টাকা, করজে-হাসানা, ছদকায়ে জারিয়া দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা তৈরী করে গরীব সমাজে নতুন গরীব সৃষ্টি করা যায়, মানুষকে ধার্মিক বানানো যায়, মানুষ বানানো যায়না। ডঃ ইউনুস দেখিয়ে দিলেন সুদের টাকার উপযুক্ত ব্যবহারে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়।

ডঃ ইউনুস আমাদের গর্ব, পথহারা মানুষের পথের দিশারী, বাংলাদেশের অহংকার। তার ভাষায় আমাদের নতুন প্রজন্মের স্লোগান হউক ‘আমরাও পারি’। তার প্রতি শতবার নমস্কার জানাই, আর একই সাথে ধিক্কার জানাই যারা ধর্মের ঘৃণ্য রসি দিয়ে সমাজকে অন্ধকারের দিকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে যায়।